শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য

শ্রীমদ্ রামানুজস্বামীর উপদেশ

(প্রপন্নামৃত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাসয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রস্তাবনা

শ্রী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য তথা বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের প্রবক্তা ও ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যের রচয়িতা শ্রী রামানুজ আচার্য্যের প্রিয় শিষ্য কুরেশের পুত্র শ্রীঅনন্ত আচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত প্রপান্নামৃত নামক সংস্কৃত গ্রন্থে শ্রীমন্নাথ মুনি, শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীরামনুযাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যবর্গের আবির্ভাব ও জীবনি সম্বন্ধে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক তথ্যাদি ও মূল্যবান উপদেশ সমুহ গুম্ফিত হয়েছে।

এই গ্রন্থটি সংগ্রহ করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাসয় শ্রীরামানুজ আচার্য্যের উপদেশ সমুহ সঙ্কলন করে বঙ্গানুবাদ করেন এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সজ্জন তোষাণী পত্রিকার সপ্তম খণ্ডে তৃতিয় ও চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমদ্-

রামানুজস্বামীর উপদেশ।

[প্রপন্নামৃতগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।]

বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের অগ্রগণ্য শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর মত সকল বৈষ্ণবের পূজনীয়। এপ্রদেশে শ্রীসম্প্রদায়ীবৈষ্ণব অধিক নাই। শ্রীমদ্গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রামানুজসম্প্রদায়ের গ্রন্থ দেখিতে পান না। এতন্নিবন্ধন আমরা এই উপদেশগুলি সানুবাদ প্রকাশ করিতেছি।

ততো যতীশ্বর স্তেন রঙ্গিণা জ্ঞাপিতস্তদা।
প্রবিবেশ মঠং শ্রীমান্ শ্রীবৈষ্ণবসমাবৃতম্ ॥ ১ ॥
শ্রীবৈষ্ণবান্ সমাহূয় যত্র তত্র স্থিতান্ বহূন্।
কৃপামাত্র প্রসন্নার্য্যো যতিরাজো জগদ্গুরুঃ ॥২॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারাণি স্ববাক্যানি দ্বিসপ্ততিঃ।
সমাহৃত্য বিধায়াশু ভূরিদানং মহাযশাঃ ॥
শ্রীবৈষ্ণবেভ্যঃ প্রোবাচ শিষ্যেভ্য করুণার্ণবঃ ॥৩॥

প্রভু রঙ্গনাথের আজ্ঞা লাভ করিয়া যতীশ্বর শ্রীরামানুজ শ্রীবৈষ্ণব সমাবৃত হইয়া স্বীয় মঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

অন্যান্যস্থানে যে সমস্ত বৈষ্ণব ছিলেন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া কৃপাপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া সমস্তশাস্ত্রের ৭২টী সারবাক্য করুণার্ণব মহযশস্বী জগদ্গুরু যতীরাজ তত্ত্বদানরূপ মহদ্দান বিচারে স্বীয় শিষ্য শ্রীবৈষ্ণবদিগকে বলিলেন ॥ ২।৩ ॥

স্বদেশিকস্য কৈঙ্কর্য্যে কৈঙ্কর্য্যে বৈষ্ণবস্য চ।
প্রতিপত্তিং সমাংকৃত্বা কৈঙ্কর্য্যং কারয়েৎ সদা ॥
পূর্ব্বাচার্য্যোক্তবাক্যেষু বিশ্বাসে নৈববর্ত্তয়েৎ ॥৪॥
ন বর্ত্তয়েদিন্দ্রিয়াণাং কিঙ্করশ্চ দিবানিশং।
সামান্যশাস্ত্রনিরতো নৈব তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥৫॥
ভগবদ্বিষয়ে শাস্ত্রে নিরতঃ সর্ব্বদা বসেৎ।
আচার্য্যকৃপয়া পূর্ব্বং সঞ্জাত জ্ঞানসাগরং ॥৬॥
ভূয়ঃ শব্দাদিবিষয় কিঙ্করো নৈব বর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বান্ শব্দাদিবিষয়ান্ সমানেব বিলোকয়েৎ ॥৭॥
পুষ্পচন্দনতাম্বূলদ্রব্যাদিষু সুগন্ধিষু।
বাসনারুচিকার্য্যাণি কদাচিন্নৈব কারয়েৎ ॥৮॥

স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করতঃ তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে॥ ৪॥

ইন্দ্রিয়কিঙ্কর হইয়া দিবানিশি যাপন করিবে না। পরমার্থ শাস্ত্র ব্যতীত ইতরশাস্ত্র সকল সামান্যশাস্ত্র। তাহাতে কখন নিরত হইয়া থাকিবে না॥ ৫॥

প্রথমে আচার্য্যের কৃপায় ভগবজ্জ্ঞান লাভ করতঃ ভগবদ্ভক্তি শাস্ত্রে সর্ব্বদা নিরত থাকিবে॥ ৬॥

শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রস, রূপাদি পার্থিব বিষয়ের কিঙ্কর হইবে না। অর্থাৎ ঐবিষয়সকলকে তৎতৎকার্য্যসময়ে মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক সেই সকলকে সমান দেখিবে। বিষয়বিশেষে আসক্ত হইবে না॥ ৭॥

যা প্রীতিরাসীৎ সততং ভগবন্নামকীর্ত্তনে।
সা স্যাৎ প্রীতি র্হি তদ্ভক্তনামসঙ্কীর্ত্তনে চ বঃ ॥৯॥
কারণং ভগবৎপ্রাপ্তে র্মহাভাগবতাশ্রয়ঃ।
ইতি মত্বা দৃঢ়ং তেষাং আজ্ঞয়া বর্ত্তয়েৎ সদা ॥১০॥
বিহায় বিষ্ণুকৈঙ্কর্য্যং কৈঙ্কর্য্যং বৈষ্ণবস্য চ।
বিনশ্যেৎ স নরঃ প্রাজ্ঞঃ রাগাদিপ্রেরিতো যদি ॥১১॥
বৈষ্ণবানামনুষ্ঠানে নোপায় মতিমুন্নয়েৎ।
উপেয় মেব সততং উন্নয়েৎ সুমহামনাঃ ॥ ১২ ॥

পুষ্প, চন্দন, তাম্বূল প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্যে কামপ্রবৃত্ত রুচিকার্য্য কখনই করিবে না। অর্থাৎ ভক্তিপ্রবৃত্ত রুচিকার্য্য কেবল ভগবন্নির্ম্মাল্যরূপ তত্তৎ দ্রব্যে করিবে ॥ ৮ ॥

ভগবন্নামকীর্ত্তনে তোমাদের যে প্রীতি ছিল সেই প্রীতি এখন ত্বদীয়ভক্তগণের নাম সংকীর্ত্তনে হউক ॥ ৯ ॥

মহাভাগবতাশ্রয় ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ ইহা জানিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে ॥ ১০ ॥

প্রাজ্ঞপুরুষ বিষয়াসক্তি ক্রমে যেরূপ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুকৈঙ্কর্য্য ও বৈষ্ণবকৈঙ্কর্য্য পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য মাত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১১ ॥

বৈষ্ণবসেবায় উপায়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপেয় বুদ্ধি সর্ব্বদা করিবে। বৈষ্ণবসেবা করিয়া অন্য কোন ফল পাওয়া যায় এরূপ বুদ্ধিকে উপায় বুদ্ধি বলে। অন্য বহু সুকৃতি ফলে বৈষ্ণবসেবা কৃতহয় এই বুদ্ধিকেই উপেয়বুদ্ধি বলে ॥ ১২ ॥

নাহূয়েদেকবচনান্মহাভাগবতান্ জনান্ ।
পূর্ব্বাঞ্জলিং বৈষ্ণবানাং দৃষ্টিমাত্রে চ কারয়েৎ ॥ ১৩
হরে র্ভগবতো বিষ্ণো র্বৈষ্ণবানাঞ্চ সন্নিধৌ ।
পাদৌ প্রসার্য্য ন বসেৎ কদাচিদমলাত্মনাং ॥ ১৪॥
বিষ্ণো গু র্রো র্বৈষ্ণবস্য গৃহাণাঞ্চ দিশং প্রতি ।
পাদৌ প্রসার্য্য নিদ্রাঞ্চ কদাচিন্নৈব কারয়েৎ ॥ ১৫॥
কৃতনিদ্রঃ সমুত্থায় বদেৎ গুরুপরম্পরাং ।
মহাভাগবতান্ দৃষ্ট্বা নিষণ্ণান্বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ১৬ ॥
মন্ত্ররাজ মনুধ্যায়ন্ প্রণমেদ্দগুবদ্ভুবি ।
সংকীর্ত্তনং ভগবতস্তথা ভাগবতস্য বা ॥ ১৭ ॥

মহাভাগবতদিগকে আহ্বান করিতে হইলে অসম্মানসূচক একবচন ব্যবহার করিবে না। সম্মানসূচক বহুবচন ব্যবহার করিবে। বৈষ্ণব দৃষ্টি করিবামাত্র কৃতাঞ্জলি হইবে ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুর বা বিশুদ্ধবৈষ্ণবদিগের নিকটে পদবিস্তার করিয়া বসিবে না ॥ ১৪ ॥

গুরুদেব, বৈষ্ণব ও ভগবানের গৃহের দিকে পাদপ্রসারণপূর্ব্বক কখন নিদ্রা যাইবে না ॥ ১৫ ॥

নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া গুরুপরম্পরা প্রথানুসারে ভগবৎ-ভাগবত নাম উচ্চারণ করিবে। ভগবন্নিকটে মহাভাগবত দর্শন করিয়া ঐরূপ আচরণ করিবে ॥ ১৬ ॥

গুরুপ্রাপ্ত মন্ত্ররাজকে ধ্যানপূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের সংকীর্ত্তন করিবে ॥ ১৭ ॥

শ্রীবৈষ্ণবেষু কুর্ব্বৎসু তান্ শক্ত্যা নাভিপূজ্য চ।
মধ্যে চোত্থায় গমনমপচারতমো ভবেৎ॥ ১৮॥
বৈষ্ণবাগমনং শ্রুত্বা গচ্ছেদভিমুখং তদা।
সাকং গচ্ছেৎক্কচিদ্দূরং ভক্ত্যা তেষাংবিনির্গমে॥ ১৯॥
দ্বয়োরকরণত্বেন মহান্ দোষঃ প্রজায়তে।
আত্মযাত্রার্থমনিশং শেষত্বেন চ বৈষ্ণবান্॥ ২০॥
বিনয়াদি গুণৈর্ভক্ত্যা নানুস্মৃত্য মহাত্মকান্।
দেহযাত্রার্থমনিশং প্রাকৃতানাং গৃহে গৃহে॥ ২১॥
গত্বা গত্বাথ নামানি তেষাং তেষাং চ সাদরং।
স্বনাম্নঃ পুরতঃ কৃত্বা নিয়মাদীন্ বিহায় চ॥ ২২॥

শ্রীবৈষ্ণবসকল যখন কীর্ত্তন করিতেছেন তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে সম্যক্ পূজা না করিয়া মধ্যে চলিয়া গেলে বিশেষ অপরাধ হয়॥ ১৮॥

বৈষ্ণব আসিতেছেন শুনিলে কিছু দূর গিয়া অভ্যর্থনা করিবে, আর বৈষ্ণব যখন চলিয়া যান তাঁহার সহিত কিছু দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে॥ ১৯॥

পূর্ব্বোক্ত দুইটী অনুষ্ঠান না করিলে মহাদোষ হয়। স্বীয় জীবন যাত্রা বৈষ্ণবের দাসত্বের সহিত ঐক্য করিয়া সর্ব্বদা পূজা করিতে হয়॥ ২০॥

বিনয়াদি গুণ দ্বারা এবং ভক্তি দ্বারা মহাত্মা বৈষ্ণবদিগের অনুসরণ না করিয়া প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের গৃহে গৃহে সর্ব্বদা দেহ যাত্রার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ গমন করতঃ আপনার নামের পূর্ব্বে

বর্ত্তনং বৈষ্ণবস্যাস্য স্বরূপস্যৈব হানিদং ॥ ২৩ ॥
বিষ্ণোর্দ্দিব্যবিমানানি গোপুরাণি জগৎপতেঃ।
দৃষ্টিমাত্রেণ সহসা কারয়েদঞ্জলিং তদা ॥
দৃষ্ট্বেতর বিমানানি বিস্ময়ং নৈব কারয়েৎ ॥ ২৪ ॥
শ্রুত্বা ন বিস্ময়ং গচ্ছেদ্দেবতান্তর কীর্ত্তনং।
বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাঞ্চ নামসঙ্কীর্ত্তনানি চ ॥ ২৫ ॥
কুর্ব্বতঃ পুণ্যপুরুষান্ দৃষ্ট্বা ন বাপ্য বৈমুদং।
আক্ষেয়মপচার স্যান্মধ্যে তেষাং সুনিশ্চয়ং ॥ ২৬ ॥
শ্রীবৈষ্ণবানাং সর্ব্বেষাং দেহছায়া ন লঙ্ঘয়েৎ।
স্বদেহছায়া সংস্পর্শং বৈষ্ণবেষু ন কারয়েৎ ॥ ২৭ ॥
স্পৃষ্ট্বাঽসংস্কারিণঃ পূর্ব্বং বৈষ্ণবানমুসংস্পৃশেৎ।

তাহাদের নাম স্বীয় নিয়মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক আদরে উচ্চারণ করিলে বৈষ্ণবের স্বরূপের হানি হয় ॥ ২১-২৩ ॥

ভগবানের দিব্য বিমান ও গোপুর সকল দৃষ্টি মাত্রেই অঞ্জলি ধারণ করিবে। অন্য দেবতাদিগের মন্দির দেখিয়া কোন প্রকারে বিস্মিত হইবে না ॥ ২৪ ॥

অন্য দেবতার কীর্ত্তন শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবে না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদিগের নাম সঙ্কীর্ত্তনকারী ভক্তপুরুষ দেখিয়া আনন্দ লাভ না করাই তাহাদিগের মধ্যে একটী অপচার বা অপরাধ বলিয়া জানিবে ॥ ২৫-২৬ ॥

শ্রীবৈষ্ণবদিগের দেহছায়া লঙ্ঘন করিবে না। স্বীয় দেহের ছায়া অন্য বৈষ্ণব কর্ত্তৃক স্পর্শ করাইবে না ॥ ২৭ ॥

বৈষ্ণবায় দরিদ্রায় পূর্ব্বং বন্দনকারিণে ॥
অনাদরাণি কার্য্যানি ভবেয়ুঃ পাতকানিবৈ ॥ ২৮ ॥
যদি প্রণমতে পূর্ব্বং দাসোহং ইতি বৈষ্ণবঃ।
অনাদরে কৃতে তস্মিন্ অপচারো মহান্ ভবেৎ ॥২৯॥
বৈষ্ণবানাঞ্চ জন্মানি নিদ্রালস্যানি যানি চ।
দৃষ্ট্বাতান্যপ্রকাশ্যানি জনেভ্যো ন বদেৎ ক্বচিৎ ॥৩০॥
তেষাং দোষান্ বিহায়াশু গুণাংশ্চৈরপ্রকীর্ত্তয়েৎ ॥৩১॥
বিষ্ণুপাদোদক ঞ্চৈব ভক্তপাদোদকন্তু বা।
প্রাকৃতেষু চ পশ্যৎস্থ ন পিবেত্তোয়মুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥
তত্ত্বত্রয়স্যজ্ঞানেন শ্রীরহস্যত্রয়স্য চ।
রহিতস্যাঙ্ঘ্রি জং তোয়ং গ্রাহয়েন্নকদাচন ॥৩৩॥

বৈষ্ণবদিগের পঞ্চসংস্কার অপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে স্পর্শ করিয়া বৈষ্ণবদিগকে স্পর্শ করিবে। পূর্ব্ববন্দনকারী দরিদ্রবৈষ্ণবকে অনাদর করিলে পাতক হয় ॥ ২৮ ॥

বৈষ্ণব যদি আমি দাস বলিয়া পূর্ব্বে প্রণাম করেন তাঁহাকে অনাদর করিলে মহাপরাধ হয় ॥ ২৯ ॥

বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা, আলস্য, অপ্রকাশ্য। সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না। তাঁহাদিগের দোষ শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া গুণ সকল কীর্ত্তন করিবে ॥ ৩০।৩১ ॥

বিষ্ণুপাদোদক ও বৈষ্ণবপাদোদক রূপ উত্তম জল প্রাকৃত লোকের দর্শন পথে থাকিয়া পান করিবে না ॥ ৩২ ॥ [ক্রমশঃ।

শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯০ পৃষ্ঠার পর।]

জ্ঞানানুষ্ঠানযুক্তস্য সদাচার রতস্য চ।
পাদোদকং বৈষ্ণবস্য বিবেন্নিতং প্রযত্নতঃ ॥৩৪॥
মাঞ্চ ভাগবতৈঃ সার্দ্ধং সাম্যবুদ্ধিং ন কারয়েৎ।
প্রাকৃতানাঞ্চ সংস্পর্শং প্রাপ্তঃ প্রামাদিকাদ্ যদি ॥
স্নাতঃ সচেলঃ সহসা বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রি জলং পিবেৎ ॥৩৫॥
বৈরাগ্যজ্ঞানভক্ত্যাদি গুণবন্তো মহাত্মনঃ।

তত্ত্বত্রয় জ্ঞানহীন ও শ্রীরহস্যত্রয়জ্ঞান রহিত ব্যক্তির পাদোদক কদাপি গ্রহণ করিবে না। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয়। ভগবান্ এক অদ্বয়তত্ত্ব এবং সেই অদ্বয়বস্তুর দুইটী বিশেষ অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ, এইরূপ জ্ঞানরহিত লোক পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হইলেও তাহাদের পাদোদক গ্রহণ করিবে না ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানানুষ্ঠানযুক্ত অর্থাৎ অর্থপঞ্চকজ্ঞান ও তত্ত্বত্রয়জ্ঞানযুক্ত (৫১ শ্লো) ও সদাচাররত বৈষ্ণবের পাদোদক যত্নপূর্ব্বক নিত্য পান করিবে ॥ ৩৪ ॥

আপনাকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবে না। প্রাকৃতলোকের দৈবাৎ সংস্পর্শমাত্র বস্ত্রের সহিত স্নাত হইয়া সহসা বৈষ্ণবচরণামৃত পান করিবে ॥ ৩৫ ॥

বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্ত্যাদি গুণসম্পন্ন মহাত্মা বৈষ্ণবদিগকে মহা-

।।। সজ্জনতোষণী ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

বৈষ্ণবাংস্তান্ মহাভাগান্ মত্বা চরমবিগ্রহান্ ॥
কারয়েৎ তেষু বিশ্বাসং বিশেষেণ মহাত্মসু ॥৩৬॥
বৈরাগ্যজ্ঞানভক্ত্যাদি গুণবন্তো মহাত্মকাঃ ।
যে যে ভাগবতাস্তাংস্তানুদ্দিশ্য প্রীতিমভ্যসেৎ ॥৩৭॥
ন গ্রাহয়েৎ বিষ্ণুতীর্থং প্রাকৃতানাং গৃহেষু চ ।
প্রাকৃতানাং নিবাসস্থান্ ন সেবেদ্বিষ্ণুবিগ্রহান্ ॥৩৮॥
শ্রীহরের্দিব্যদেবেষু পশ্যৎসু প্রাকৃতেষ্বপি ।
তীর্থপ্রসাদগ্রহণং কারয়েন্ন তু সংশয়ং ॥ ৩৯ ॥
যদি শ্রীবৈষ্ণবৈর্দত্তং প্রসাদং বিষ্ণুসন্নিধৌ ।
উপবাসাদি নিয়মযুক্তোহহমিতি ন ত্যজেৎ ॥ ৪০ ॥

ভাগ চরমবিগ্রহ বলিয়া জানিবে। সেই মহাত্মাদিগকে বিশেষরূপে বিশ্বাস করিবে ॥ ৩৬ ॥

বৈরাগ্যজ্ঞানভক্ত্যাদি গুণবান্ যে মহাত্মা ভাগবত সকল আছেন, তাঁহাদের প্রতি প্রীতি অভ্যাস করিবে ॥ ৩৭ ॥

প্রাকৃতলোকের গৃহস্থিত শালগ্রামশিলার চরণামৃত গ্রহণ করিবে না। প্রাকৃতব্যক্তিদিগের গৃহস্থিত বিষ্ণুবিগ্রহ সেবা করিবে না ॥ ৩৮ ॥

ভগবানের লীলাস্থানসকলের প্রাকৃতলোকের দৃষ্ট হইলেও তীর্থপ্রসাদ গ্রহণ করিবে, সংশয় করিবে না ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুসন্নিধানে কোন শ্রীবৈষ্ণব প্রসাদ দান করেন, তাহা "আমি উপবাসাদি নিয়মযুক্ত" বলিয়া পরিত্যাগ করিবে না। ॥ ৪০ ॥

প্রসাদে পাবনে বিষ্ণোঃ সর্ব্বপাপহরে হরেঃ।
কদাচিদপিচোচ্ছিষ্টং প্রতিপত্তিং ন কারয়েৎ ॥৪১॥
সন্নিধৌ বৈষ্ণবানাঞ্চ স্বগুণান্নৈব কীর্ত্তয়েৎ।
শ্রীবৈষ্ণবানাং সান্নিধ্যে নান্যং পরিভবেজ্জনং ॥৪২॥
গুণানুভবকৈঙ্কর্য্যং তদীয়ানাং মহাত্মনাং।
অবিধায় ক্ষণমপি কার্য্যং কিঞ্চিন্ন কারয়েৎ ॥৪৩॥
দিনৈক ঘটীকায়াঞ্চ বর্ণয়েদ্ গুরুসদ্‌গুণান্।
দিনৈক ঘটিকামধ্যে হ্যপি বিশ্বাসপূর্ব্বকং ॥৪৪॥
শঠার্য্যাদি প্রবন্ধাং বা প্রবন্ধান্ কীর্ত্তয়েদ্‌গুরোঃ ॥৪৫॥
দেহাভিমানিনা সার্দ্ধং সহবাসং ন কারয়েৎ।

সর্ব্বপাপহর পবিত্র হরিপ্রসাদে কদাচিদপি উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি করিবে না ॥ ৪১ ॥

বৈষ্ণবদিগের নিকটে নিজগুণ কীর্ত্তন করিবে না এবং অন্য কাহাকেও নিন্দা করিবে না ॥ ৪২ ॥

মহাত্মা বৈষ্ণবদিগের গুণানুভব কৈঙ্কর্য্য সময়ে একক্ষণও অন্য কার্য্য করিবে না ॥ ৪৩ ॥

প্রতিদিন এক ঘটীকা গুরুর সদ্‌গুণ সকল বিশ্বাসপূর্ব্বক বর্ণন করিবে ॥ ৪৪॥

শঠকোপাদি আচার্য্যবিষয়ে প্রবন্ধ অথবা গুরুসম্বন্ধে প্রবন্ধ দিনের মধ্যে এক ঘটীকা অবশ্য কীর্ত্তন করিবে ॥ ৪৫ ॥

দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে না। বিষয়াতুর

শ্রীবৈষ্ণবানাং চিহ্নানি ধৃত্বাপি বিষয়াতুরৈঃ ॥
তৈঃ সার্দ্ধং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ ॥৪৬॥
ন ভাষয়েচ্চ সততং পরদূষণতৎপরৈঃ।
দেবতান্তরভক্তানাং সঙ্গদোষ নিবৃত্তয়ে ॥ ৪৭ ॥
শ্রীবৈষ্ণবৈর্মহাভাগৈঃ সল্লাপং কারয়েৎ সদা।
তদীয় দূষকজনান্ ন পশ্যেৎ পুরুষাধমান্ ॥৪৮॥
নৈবাবলোকয়েৎ ক্রূরান্নপচারপরান্ গুরোঃ।
দ্বয়ৈকনিষ্ঠঃ পুরুষৈঃ সঙ্গতিং কারয়েৎ সদা ॥৪৯॥
উপায়ান্তর নিষ্ঠাংশ্চ পুরুষান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৫০॥

বঞ্চকগণ যদি বৈষ্ণবচিহ্নসকল ধারণ করে, তথাপি তাহাদের সহিত সহবাস করিবে না ॥ ৪৬ ॥

অন্য দেবতাভক্তগণের সহিত সঙ্গদোষ নিবৃত্তির জন্য পরদোষ-তৎপর ব্যক্তির সহিত সর্ব্বদা সম্ভাষণ করিবে না ॥ ৪৭ ॥

মহাভাগ বৈষ্ণবদিগের সহিত সর্ব্বদা সল্লাপ করিবে। তাঁহা-দের নিন্দুক পুরুষাধমদিগকে দেখিবে না ॥ ৪৮ ॥

গুরুর প্রতি অপরাধী ক্রূর ব্যক্তিগণকে দেখিবে না। গুরু ও বৈষ্ণবে যাঁহারা একনিষ্ঠ এরূপ পুরুষদিগের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গ করিবে ॥ ৪৯ ॥

সৎসম্প্রদায়ে প্রয়োজন সিদ্ধির যে উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্যোপায়নিষ্ঠ পুরুষদিগকে পরিবর্জ্জন করিবে অর্থাৎ তাহাদিগের সঙ্গ করিবে না ॥ ৫০ ॥

প্রপত্তি ধর্ম্মনিরতৈ র্জনৈঃ সহবসেৎ সদা।
রহস্যত্রয়সারজ্ঞৈ স্তত্ত্বত্রয় বিশারদৈঃ ॥৫১॥
নার্থকামপরৈঃ সার্দ্ধং কদাচিন্নিবসেৎ সদা।
ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠৈশ্চ সংলাপং কারয়েৎ সদা ॥৫২॥
বৈষ্ণবেন তিরস্কারঃ কৃতো হিঁ ভবতাং যদি।
অপকারং স্মৃতিং তস্মাদ্ মত্বা মৌনতো বসেৎ ॥৫৩॥
সংজাতা বৈষ্ণবস্যাসীৎ বুদ্ধি হিঁ পরমে পদে।
শ্রীবৈষ্ণবেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ কারয়েৎ সততং হিতং॥৫৪॥
ধর্ম্মাদপেত যৎকর্ম্মং যদ্যপি স্যান্মহাফলং।

প্রপত্তিধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণের সহিত সহবাস করিবে। রহস্যত্রয় সারজ্ঞ এবং তত্ত্বত্রয়বিশারদ মহাভাগবতগণের সহিত সহবাস করিবে ॥ ৫১ ॥

তত্ত্বত্রয় যথা,—

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ স্তিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবোদৃশ্যমচিৎ পুনঃ ॥৫১॥

অর্থকামপর ব্যক্তির সহিত কদাচিৎ বাস করিবে না। ভগবৎ ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সর্ব্বদা সংলাপ করিবে ॥ ৫২ ॥

আপনাদিগকে যদি বৈষ্ণব তিরস্কার করেন, তাহা হইলে অপকার স্মরণ না করিয়া মৌন হইয়া বসিবেন ॥ ৫৩ ॥

বৈষ্ণবের পরমপদে বুদ্ধি সঞ্জাত হয়। শ্রীবৈষ্ণবদিগের সর্ব্বদা হিতচেষ্টা করিবেন ॥ ৫৪ ॥

নতৎসেবেত মেধাবী নহিতদ্ধিতমুচ্যতে ॥৫৫॥
নানর্পিতান্নং হরয়ে কদাচিদপি ভক্ষয়েৎ।
পুষ্পচন্দন তাম্বূল বস্ত্রোদক ফলাদিকং ॥৫৬॥
নানর্পিতন্তু হরয়ে কদাচিদপি ধারয়েৎ।
সাধনানন্তর সংপ্রাপ্তমর্থকামাদি হেতুনা ॥৫৭॥
অযাচিতমপি প্রাপ্তং ন গৃহ্ণীয়াৎ কদাচন।
জাত্যাদ্যদুষ্টমন্নাদ্যং ভুঞ্জীয়াচ্চ সাদকং ॥৫৮॥
স্বদেহপ্রিয়ভোগ্যানি নার্পয়েৎ পরমাত্মনে।
শাস্ত্রীয় সর্ব্বভোগাংস্তু বিষ্ণবে তানি চার্পয়েৎ ॥৫৯॥
বিষ্ণ্বর্পিতান্নপানীয় ভক্ষ্যাদিষু সুগন্ধিষু।
প্রসাদবুদ্ধিকর্ত্তব্যা ভোগবুদ্ধি র্হি ন কচিৎ ॥৬০॥

যে কর্ম্ম ধর্ম্ম বহির্ভূত তাহা যদ্যপি মহাফলযুক্ত হয়, মেধাবী ব্যক্তি তাহাকে হিত বলিয়া সেবা করিবে না ॥ ৫৫ ॥

পুষ্প চন্দন, তাম্বূল, বস্ত্র, উদক, ফলাদি এবং অন্ন যাহা হরিকে অর্পণ করা হয় নাই, তাহা কখনই সেবন করিবে না ॥ ৫৬ ॥

হরিকে যাহা অর্পিত হয় নাই এমত কোন বস্তু সাধনান্তর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকামাদিপ্রযুক্ত ধারণ করিবে না ॥ ৫৭ ॥

ঐ সকল বস্তু অযাচিত প্রাপ্ত হইলে ও গ্রহণ করিবে না। জাত্যাদি বুদ্ধিদ্বারা অদুষ্ট অন্নাদি আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে ॥৫৮॥

স্বদেহপ্রিয় ভোগ্যদ্রব্য পরমাত্মাকে অর্পণ করিবে না। শাস্ত্রীয় সমস্ত ভোগ্যবস্তু বিষ্ণুকে অর্পণ করিবে ॥ ৫৯ ॥

কৈঙ্কর্য্যবুদ্ধ্যাকার্য্যানি শাস্ত্রীয়াণ্যেব কারয়েৎ।
মন্ত্রত্রয়ার্থনিষ্ঠস্য মহাভাগবতস্য হি ॥ ৬১ ॥
অপচারং বিনা নান্যৎ আত্মনো নাশকারণং।
আত্মনো মোক্ষহেতুত্বাৎ তৎসুখোল্লাসনং বিনা ॥৬২॥
পূজনাৎ বিষ্ণুভক্তানাং পুরুষার্থোহস্তি নেতরঃ।
তেষু তদ্দ্বেষতঃ কিঞ্চিৎ নাস্তি নাশনমাত্মনঃ ॥৬৩॥
অর্চ্চাবিষ্ণৌ শিলাধি গু র্ুরুষু নরমতি
বৈ র্ষ্ণবে জাতিবুদ্ধি,
র্বিষ্ণো র্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।

ভগবদর্পিত সুগন্ধি পানীয় ভক্ষ্যাদি বস্তুতে ভোগবুদ্ধি পরিপরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা প্রসাদ বুদ্ধি করিবে ॥ ৬০ ॥

শাস্ত্রীয় সমস্তকর্ম্ম মন্ত্রত্রয়ার্থ নিষ্ঠ মহাভাগবতের সম্বন্ধে কৈঙ্কর্য্যবুদ্ধিতে করিবে ॥ ৬১ ॥

অপচার ব্যতীত আত্মনাশের আর কোন কারণ নাই। তাঁহার সুখোল্লাসন যাহাতে হয় এরূপ সামান্য অপচার আত্মমোক্ষের হেতুত্ব প্রযুক্ত স্বীকৃত হইতে পারে ॥ ৬২ ॥

বিষ্ণুভক্তদিগের পূজা করিলে পুরুষার্থ আছে। বৈষ্ণবে দ্বেষ করিলে কোন পরমার্থ হয় না, কেবল আত্মার নাশ হয় ॥ ৬৩ ॥

অর্চ্চাবিষ্ণুতে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নরমতি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের কলিমলনাশক চরণামৃতে জলবুদ্ধি, কলি-

সিদ্ধে তন্নামমন্ত্রে কলিকলুষহরে
শব্দসামান্যবুদ্ধিঃ,
শ্রীশে সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধী
র্যস্য বা নারকী সঃ ॥৬৪॥
শ্রীমদ্ভাগবতার্চ্চনং ভগবতঃ পূজাবিধেরুত্তমং
শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ্‌গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনং
তীর্থাদচ্যুতপাদজাদ্‌গুরুতরং তীর্থং তদীয়াঙ্ঘ্রিজং
তস্মান্নিত্যমতন্দ্রিতোভবসতাংতেষাংসমারাধনে॥৬৫॥

ইতি শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্‌রামানুজ-
স্বামিকথিত উপদেশসমূহ ।

কলুষহারী সিদ্ধ ভগবন্মন্ত্রে শব্দ সামান্য বুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বর শ্রীপতি রূপ ঈশ্বরে এবং তদিতর দেবগণে যাহার সমানবুদ্ধি সেই ব্যক্তি নারকী ॥ ৬৪ ॥

বৈষ্ণবদিগের আরাধন, ভগবানের উত্তম পূজা বিধি, বিষ্ণু অপমান অপেক্ষা বৈষ্ণব উল্লঙ্ঘন গুরুতর, বৈষ্ণব-পদজল বিষ্ণু-পদজল হইতে গুরুতর, তাহা জানিয়া অতন্দ্রিতরূপে বৈষ্ণবদিগের সমারাধনে যত্নবান হও ॥ ৬৫ ॥

শ্রীপ্রপন্নামৃত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত শ্রীসম্প্রদায় আচার্য্য
শ্রীমদ্‌রামানুজস্বামীর উপদেশ।